গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৩৮৭

তারিখঃ ১৩ আষাঢ় ১৪২৬ / ২৭ জুন ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৩ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৪/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৭/০৬/২০১৯
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

মে ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২৩ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ৯.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১৫ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১৫ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মে'১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">এপ্রিল'১৯ মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মে'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০৫</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৩</td><td>০০</td><td>২৩</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৩</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৭</td><td>০৪</td><td>২১</td><td>০৩</td><td>০০</td><td>০৩</td><td>১৮</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৬</td><td>০৪</td><td>৫০</td><td>০৩</td><td>০০</td><td>০৩</td><td>৪৭</td><td></td></tr>
</table>
ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ৫টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(খ) (১) বিআরটিএ'র চলমান ২৩টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(খ) (২) বিআরটিএ'র তদন্ত পর্যায়ের চলমান ১৬ টি মামলায় কবে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং কী কারণে তদন্ত কাজ বিলম্বিত হচ্ছে এ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৮টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জুন ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="6">মে ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ৩৬টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ৩৬টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ৩১টি এবং বিআরটিএ-তে ০৫টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২৩৫</td><td>০৫</td><td>৩২৪০</td><td>০৬</td><td>০২</td><td>০৪</td><td>৩২৩৪</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৫৫</td><td>০০</td><td>২৫৫</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৫৫</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৭</td><td>০১</td><td>৮৮</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৮৭</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৫৭৮</td><td>০৬</td><td>৩৫৮৪</td><td>০৭</td><td>০২</td><td>০৪</td><td>৩৫৭৭</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে। সভাপতি আদালতে সওজ অধিদপ্তরের সার্কেলওয়ারী অনিষ্পন্ন মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও সঠিক সংখ্যা পর্যালোচনা এবং আইনী পরামর্শ প্রদানের জন্য এস্টেট কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভিন্ন জোন পর্যালোচনা সভা করার জন্য যুগ্মসিচব (আইন)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) আদালতে সওজ অধিদপ্তরের সার্কেলওয়ারী অনিষ্পন্ন মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও সঠিক সংখ্যা পর্যালোচনা এবং আইনী পরামর্শ প্রদানের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভিন্ন জোন পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ৬৩টি কনটেম্পট মামলা ছিল। মে ২০১৯ মাসে নতুন কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৬৩টি। ৬৩টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৫টি। মে ২০১৯ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৫টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলা ছিল ১০টি। মে ২০১৯ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১০টি। তন্মধ্যে সওজের ০৪টি ও বিআরটিএ'র ০৬টি মামলা রয়েছে।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সওজ অধিদপ্তরে মে'২০১৯ মাসে ০৫টি মামলা রুজু এবং ০৬টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৩৪টি। তিনি আরও জানান, সওজ অধিদপ্তরের আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলাগুলো কোন্ পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণপূর্বক সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার প্রতিদিনের Cause list সংগ্রহ করা হচ্ছে। মে ২০১৯ মাসের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় বরাবর পেশ করা হয়েছে।	মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৫৫টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৫৫টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। মে ২০১৯ মাসে ৭০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে যার নকলের কপি তোলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি নিষ্পত্তিকৃত মামলার রায়ের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	(১) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) নিষ্পত্তিকৃত মামলার রায়ের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলো ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। মে ২০১৯ মাসে ০১টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৭টি। চালমান মামলাগুলো কেস টু কেস Verify করা হচ্ছে।	নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৭৩	১,০৭৯	৫,৬৮৪	৬১০	৮ (অঃ)	৭.৩৮১	০১ (সাঃ) ০৫ (অঃ)	৭,৩৭৫
বিআরটিসি	৩,৬৫৬	২,৪৬৩	১,১০২	৯১	-	৩,৬৫৬	-	৩,৬৫৬
বিআরটিএ	২৫৫	৪৩	২১২	-	০১ (সাঃ) ২২ (অঃ)	২৭৮	০১ (সাঃ)	২৭৭
ডিটিসিএ	২১	০৭	১৩	০১		২১	-	২১
ডিএমটিসিএল	১৬	০৬	১০	-	-	১৬	-	১৬
মোট	১১,৩২৮	৩,৬০৩	৭,০২২	৭০৩	৩১	১১,৩৫৯	০৭	১১,৩৫২

উপসচিব (অডিট) জানান যে, এপ্রিল ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৩২৮। মে ২০১৯ মাসে ৩১টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ০৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৩৫২টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ১টি এবং খসড়া ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অগ্রগতি Followup করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮০টি কার্যালয়ের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। পুনরায় পর্যালোচনা সভা শুরু করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা),সওজ জানান, অর্থ-বছর শেষ হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে কাজের চাপ থাকায় মে-জুন মাসে দ্বিপক্ষীয় সভা করা সম্ভব হচ্ছেনা। জুলাই মাস থেকে নিয়মিতভাবে দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজন করা হবে।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি খসড়া ও ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
		(ক) (২) জোনভিত্তিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অগ্রগতি Followup অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
		(ক) (৩) জুলাই ২০১৯ মাস হতে নিয়মিতভাবে দ্বিপক্ষীয় সভা আহবান করতে হবে।	
	(খ) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য ও কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত, AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে।	(খ) (১) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।	
		(খ) (২) AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	
		(খ) (৩) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট আইটি কর্তন না করায় অডিটকালীন সময় সওজ অধিদপ্তের অনুকূলে অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে বিষয়টি নিয়ে পূর্ত অডিট আধিদপ্তরের সাথে আলোচনা হয় এবং সওজের অনুকূলে অডিট আপত্তি না দেয়ার বিষয়টি অবহিত করেন। সভাপতি পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের এ সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানিয়ে পুনরায় যাতে অডিট আপত্তি প্রদান না করা হয় সে বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য যুগ্মসচিব (অডিট ও বাজেট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট আইটি কর্তনের বিষয়ে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোন পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে একটি নির্দেশনা প্রদানের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) (১) ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে সওজের অনুকূলে অডিট আপত্তি না দেয়ার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানিয়ে পুনরায় আডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
		(গ) (২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট আইটি কর্তনের বিষয়ে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোন পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ / অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঘ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, বিআরটিএ হতে কার্যপত্র পাওয়া গিয়েছে। ২২ ও ২৩ মে ২০১৯ তারিখে বিআরটিএ'র দু'টি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(ঘ) বিআরটিএ'র কার্যপত্রের আলোকে ত্রিপক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখতে হবে। ।	
	(ঙ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য বিআরটিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে এবং ইহা প্রায় শেষ পর্যায়ে।	(ঙ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়টি পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রেখে দ্রুত শেষ করতে হবে। এ বিষয়ে অগ্রগতির তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(চ) উপসিচব (অডিট) জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য সওজ অধিদপ্তর, বিআরটিএ ও বিআরটিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের সাথে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের মিলকরণকৃত (Reconciled) অডিট আপত্তির তথ্য পাওয়া গিয়েছে।	(চ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি reconciliation করার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ছ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এ ১৬টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ছ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:** সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা | বিগত মাস হতে আগত | বিবেচ্যমাসে আগত | মোট | বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি | অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন | মন্তব্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ০৪ | - | ০৪ | - | ০৪ | দীর্ঘ পেন্ডিং সওজ অধিদপ্তর | ২০ | ০৪ | ২৪ | ০৪ | ২০ | বিআরটিসি | ১৫৬ | ০৩ | ১৫৯ | ৪৪ | ১১৫ | গ্র্যাচুইটি বিআরটিএ | - | - | - | - | - | ডিটিসিএ | - | - | - | - | - | মোট | ১৮০ | ০৭ | ১৮৭ | | ১৩৯ |		
	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপন পর্যায়ে রয়েছে। পিএ কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)-কে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে।	(১) প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে।	(২) প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।	
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. মহাসড়ক আইন, ২০১৯:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, চূড়ান্তকৃত খসড়া মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর ওপর মতামত প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৯ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হলে প্রাপ্ত মতামতের ওপর ১৮/০৬/২০১৯ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া মহাসড়ক আইন, ২০১৯ মতামতের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় হতে মতামত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআটিএ) সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর নিম্নবর্ণিত খসড়া বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রস্তুত করেছে: ১. সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ ২. ট্রাষ্টি বোর্ডের সভা, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বিধিমালা, ২০১৯ ৩. ট্রাষ্টি বোর্ডের তহবিল (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৯ ৪. ট্রাষ্টি বোর্ড চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৯ উপর্যুক্ত ৩টি বিধিমালা ও ১টি প্রবিধানমালা আইনগত দিকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মন্তব্য/সুপারিশ প্রেরণের জন্য এ বিভাগের আইন অধিশাখাকে ৩০/০৫/২০১৯ তারিখে অনুরোধ করা হয়। আইন অধিশাখা হতে ১৭/০৬/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন বিধিমালা-২০১৯ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ট্রাষ্টি বোর্ড নিয়ে আলাদা আলাদা বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রনয়ণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় এর যৌক্তিকতার বিষয়টি জানা যাবে।	(১) গঠিত কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ এর চূড়ান্তকরন্ত করবে। (২) ট্রাষ্টি বোর্ড নিয়ে গঠিত ২টি বিধিমালা ও ১টি প্রবিধানমালার ওপর পর্যালোচনা করে এর প্রয়োজনীয়তা/যৌক্তিকতা জানতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসিচব (আইন/বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন: যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র চাকুরি'র প্রবিধানমালার কোয়ারির জবাব ডিটিসিএ হতে পাওয়া গিয়েছে যা নথিতে উপস্থাপন পর্যায়ে রয়েছে।	কোয়ারির জবাব দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান- (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগের ২ কিলোমিটারে রোপিত গাছের পরিচর্যার কাজ চলমান আছে। সমন্বয় সভার নির্দেশনা ও পূর্বের ন্যায় মহাসড়কসহ সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রধান বৃক্ষপালনবিদ আরো জানান ৬৫টি সড়ক বিভাগের কোন্ ২ কিলোমিটারে গাছ রোপন করা হয়েছে, গাছের বর্তমান অবস্থা এবং পরিচর্যার সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি জানার বিষয়টি এডিপি রিভিউ সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।	(ক) (১) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগের ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
		(ক) (২) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য এডিপি রিভিউ সভায় আলোচনার এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।	যুগ্মপ্রধান (প্ল্যানিং উইং)
	(খ) যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন সংশ্লেষে গঠিত কমিটির সভা ২৪/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নীতিমালার খসড়াটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার ফরমেট অনুসারে সংশোধন করে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ১১/০৬/২০১৯ তারিখে এ বিষয়ে গঠিত কমিটির আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনরায় আরও একটি সভায় অনুষ্ঠিত হবে।	(খ) গঠিত কমিটিকে নির্ধারিত খসড়া নীতিমালার ওপর দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	
	(গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, সেনাবাহিনী কর্তৃক ঠিকাদারের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণকৃত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মিডিয়ানে রোপিত গাছের পরিচর্যার মেয়াদ এপ্রিল/২০১৯ মাসে শেষ হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিপুল পরিমান অর্থে প্রয়োজন হবে। কোম্পানীর মাধ্যমে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মিডিয়ানে রোপিত গাছের পরিচর্যার কাজ করানোর জন্য উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এক্ষেত্রে বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	(গ) (১) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা কোম্পানীর মাধ্যমে করার উদ্যোগ নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব /যুগ্মসিচব (টোল ও এক্সেল) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
		(গ) (২) কোম্পানীর মাধ্যমে মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে- (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সড়ক বিভাগসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) ২৯/০৫/২০১৯ তারিখে ঢাকা সড়ক জোনের আওতাধীন মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের ২৬তম কিলোমিটারে নয়ারহাট সেতুর উভয় পার্শ্ব হতে বালি পরিবহনের অতিরিক্ত ভারী ট্রাক চলাচল বন্ধ এবং মহাসড়ক এর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত সওজ মালিকানাধীন সরকারি ভূমি হতে ২৭০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ৮.১৩ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১২ কোটি ০৮ লক্ষ টাকার কম/বেশী। উল্লেখ্য, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় নয়ারহাট ব্রীজ সংলগ্ন নয়ারহাট বাজার ও ইসলামপুর হতে ১২টি বালির গদি জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালামাল বিক্রি করে বিক্রিত অর্থের পরিমান নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগকে অবগত করে নির্ধারিত কোডে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আশুলিয়া ও ধামরাই থানাকে বলা হয়। (খ) ৩০/০৫/২০১৯ তারিখে ঢাকা সড়ক জোনের আওতাধীন মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-টুলিভিটা (নবীনগর) আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৩১৫) এর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত সওজ মালিকানাধীন সরকারী ভূমি হতে ৪৮৩টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ৩.১৩ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ০৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার কম/বেশী।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ১৯/০৫/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ০৫/০৫/২০১৯ তারিখ চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ২৩২তম কিলোমিটার (অংশে)-এ সওজ মালিকানাধীন রাস্তার পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডের ১২টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। উক্ত দখলমুক্ত ভূমির পরিমাণ ৮.০০ শতাংশ যার বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ০৪ (চার) কোটি টাকা।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। মে ২০১৯ মাসে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২৬৮১টি মামলা দায়ের করে ৬৩,৩৮,২০০/- (তেষট্টি লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৪৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ৪৬টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহে বিভাগে ফিটনেস বিহীন গাড়ী পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) ময়মনসিংহ বিভাগে ফিটনেসবিহীন গাড়ী পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** (ক) সম্পত্তি ও ব্যাবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী মহাসড়কের পার্শ্বে/মিডিয়ানে ও ব্রীজের দুপ্রান্তে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) সম্পত্তি ও ব্যাবস্থাপনা নীতিমালা ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণের বিষয়ে হাইওয়ে পুলিশের সাথে ইতোমধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী জুলাই ২০১৯ মাসে আরো একটি সভার আয়োজন করা হবে। উক্ত সভায় বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।	(খ) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের বিষয়ে হাইওয়ে পুলিশের সাথে জুলাই ২০১৯ মাসে সভার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) / এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
১০.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান যে, (ক) (১) ৫৫টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) (১) প্রাপ্ত ৫৫টি সার্ভে রিপোর্ট রিপোর্ট অনুমোদনের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(ক) (২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, বিআরটিএ কর্তৃক ১৪টি গাড়ী অকোজে ঘোষণার জন্য বিআরটিএ, মিরপুর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। বিআরটিএ-তে যোগাযোগ করা হচ্ছে, প্রতিবেদন পাওয়া মাত্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(ক) (২) বিআরটিএ কতৃক ১৪টি গাড়ী অকোজে ঘোষণার কাযক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(খ) টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপির অনুমোদনের নিমিত্ত ৩০/০৫/২০১৯ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার পর্যবেক্ষন অনুযায়ী DPP Recast করা হচ্ছে।	(খ) Recast DPP দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান রয়েছে। ৪৪টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া অবশিষ্ট ১টি সড়ক বিভাগে (গাজীপুর সড়ক বিভাগ) শেড নির্মাণের জন্য জায়গা নির্বাচন করার কার্যক্রম চলমান।	(গ) প্রক্রিয়াধীন ৪৪টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। অবশিষ্ট গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১১.	**৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন:** (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। আমদানিতব্য গাড়ি সংগ্রহপূর্বক বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত হওয়ার পর নতুন গাড়িতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার পর্যায়ক্রমে লাগানো হবে।	(ক) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (আরটিএ/ বিআরটিসি সংস্থাপন)
	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে অবহিত করা হয়েছে। ফিটনেস প্রদানের সময় গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর ও রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করার ও পর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর বিষয়টি দেখতে হবে। এছাড়া, ফিটনেস প্রদানের সময়ে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।		
	(গ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র ড্রাইভার/কন্ডাক্টদের যাত্রী সাধারণের সাথে সৌজন্যমূলক/ভদ্র ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার্থে করণীয় বিষয়ে Motivation অব্যাহত রয়েছে।	(গ) বিআরটিসির ড্রাইভারদের যাত্রী সাধারণের সাথে সৌজন্যমূলক/ভদ্র ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার্থে করণীয় বিষয়ে Motivation অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১২.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ড্রাইভার পদ সৃজনের পূর্বে যানবাহন টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, TO & E-তে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	TO & E-তে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	খ. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিত করণ: যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র জন্য ১টি গাড়ী চালক ও ৭টি অফিস সহায়ক পদসহ মোট ৮টি পদ নিয়মিতকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	গ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, আগামী অর্থ-বছরের জন্য ড্রাইভিং টেষ্ট বোর্ডের সদস্যদের সম্মানীর প্রস্তাব অর্থ বিভাগ হতে জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে বিআরটিএ হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাজেট অধিশাখায় প্রেরণ করা হলে এ বিভাগের বাজেট অধিশাখা হতে গত ২৩/০৫/২০১৯ তারিখে অর্থ বরাদ্দে জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
১৩.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA): উপসচিব (বাজেট) জানান- (i) আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে এ বিভাগের এপিএ ২০১৯-২০ এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক ০৯/০৫/২০১৯ তারিখCC অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নির্দেশনা মোতাবকে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভায় অনুমোদিত খসড়া এপিএ ২০১৯-২০ ১২/০৫/২০১৯ তারিখ এপিএএমএস সফটওয়্যারে আপলোড করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরবর্তী নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনকরতঃ এ বিভাগের এপিএ ২০১৯-২০ চূড়ান্ত করে গত ১০/০৬/২০১৯ তারিখ এপিএএমএস সফটওয়্যারে আপলোড করা হয়েছে। (i) গত ১২/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠেয় এ বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভায় আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা'র ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের এপিএ অনুমোদিত হয়। সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ১৩/০৬/২০১৯ তারিখে এপিএএমএস সফটওয়্যারে আপলোডের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। (ii) মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ নির্দেশিকা ২০১৮ অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের এপিএ'তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অনুকূলে বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সাথে প্রমাণক দাখিলের বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে মে-২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের অনুকূলে প্রমাণক সরবরাহ করার জন্য আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা'র প্রধানগণ ও এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুরোধ করা যায়।	(১) ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (২) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের এপিএ'তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অনুকূলে বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সাথে প্রমাণক সরবরাহ করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (এমআরটি অধিশাখা) জানান, (১) এ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা ২৫/০৫/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। NIS কর্ম-পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের চতুর্থ প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন :	(১) NIS কর্ম-পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে NIS মূল্যায়ন নির্দেশিকা (২০১৮-২০১৯) অনুসরণে স্বমূল্যায়ন করতে হবে এবং ১৫ জুলাই ২০১৯ এর মধ্যে নির্ধারিত গন্তব্যে প্রেরণ করতে হবে। (২) শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা ২০১৯-২০২০ অনুসরণে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নির্ধারিত সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা

NIS ক্রম	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য
৩.১	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা ২০১৮ চূড়ান্তকরণ	৩০.০৫.১৯	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করা হয়নি। উল্লেখ্য, গত ২১.০৪.১৯ তারিখে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া ভেটিং হয়েছে; লক্ষ্যমাত্রা হতে অর্জন পিছিয়ে আছে।
৩.২	Highway Act (সংশোধন)-২০১৮ খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পর্যালোচনা কমিটিতে প্রেরণ	২০.০৬.১৯	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১৪/০৬/২০১৯ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পর্যালোচনা কমিটিতে প্রেরণ লক্ষ্যমাত্রা হতে অর্জন পিছিয়ে আছে।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৫.৪	ই-টেন্ডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	১৫%	ই-টেন্ডারের কার্যক্রম এখনো করা হয়নি।
৭.৪	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের এবং আওতাধীন/ অধ:স্তন দপ্তর/সংস্থার শাখা/ অধিশাখা পরিদর্শন/আকস্মিক পরিদর্শন	৮টি	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিদর্শন করা প্রয়োজন।
৯.১	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	২০.০৬.১৯	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার সকল কার্যক্রমের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। সর্বশেষ অর্থাৎ চতুর্থ প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) NIS কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলমান। NIS কর্ম-পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা নিতে হবে। অতঃপর NIS মূল্যায়ন নির্দেশিকা (২০১৮-২০১৯) অনুসরণে স্বমূল্যায়ন করতে হবে এবং ১৫ জুলাই ২০১৯ এর মধ্যে নির্ধারিত গন্তব্যে প্রেরণ করতে হবে।

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তৈরীকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার ছক ও প্রণয়ন নির্দেশিকা ২০১৯-২০২০ পাওয়া গিয়েছে। যা গত ১০/০৬/২০১৯ তারিখে সকল সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা ২০১৯-২০২০ অনুসরণে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নির্ধারিত সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) Grivance Redress System - GRS :

ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, মে ২০১৯ মাসে এ বিভাগে অনলাইনের মাধ্যমে ৫টি ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৭টি অভিযোগসহ সর্বমোট ১২টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ১২টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ০২টি বিআরটিসি, ০৬টি বিআরটিএ এবং ১টি অভিযোগ অস্পষ্ট ও ২টি অভিযোগ এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়। উল্লিখিত আভিযোগের মধ্যে ৫টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট (১২-৫)=০৭টি অভিযোগের বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিআরটিসি ও বিআরটিএ-এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

(১) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।

অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

(ঘ) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) :

উপসচিব (বাজেট) জানান, আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা সহ এ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) iBAS+ এ এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান আছে। উপসচিব (বাজেট) এন্ট্রি কার্যক্রম সমন্বয় করছেন।

iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) iBAS+ এ এন্ট্রি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)

(ঙ) Public Sevrice Innovation:

উপসচিব (অডিট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)

(চ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম:

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, মে'১৯ মাসে সওজ অধিদপ্তর ২৪৫টি নথি ও ২৬৪টি পত্রজারি, বিআরটিএ ১০০টি নথি ও ৯৫টি পত্রজারি, বিআরটিসি ১২৫টি নথি ও ২৭টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ১২টি নথি ও ৭টি পত্রজারি নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।

অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

(ছ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy):

সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) জানান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে **আগামী ২৭/০৬/২০১৯ তারিখে** সচিব,সড়ক পরিবহন ও মহসাড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে সুনীল অর্থনীতি: প্রেক্ষিত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক শীর্ষক অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব, রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) খোরশেদ আলম, বিএন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন।

সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	সমন্বয়কারী
১৪.	বিবিধ: **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসিএল বাবদ ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ৭,০৪,০০,০০০/- (সাত কোটি চার লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। মে'২০১৯ মাসে ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিআরটিসির আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার নেই। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ১৬/০৪/২০১৯ তারিখে ম্যানেজার, বিআরটিসি জোয়ারসাহারা ও মতিঝিল ডিপো'র সাথে সভা করা হয়েছে। যাত্রীসাধারণ বিআরটিসি'র গাড়ীতে ভাড়া পরিশোধে র‍্যাপিড পাস ব্যবহারে সংশ্লিষ্টদের সক্রিয়ভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(২) র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগ নিতে হবে।	
	(৩) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, পরিবহন মালিকদের Rapid Pass কার্ডের অর্থ অন্য কাজে ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়নি। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।	(৩) বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।	
	(৪) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারের Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(৪) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।	
	(৫) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটের ডিভাইসগুলো ০২/০৪/২০১৯ তারিখে ডিটিসিএতে জমা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আজিমপুর-ধানমন্ডি রুটের চক্রাকার বাস সার্ভিসে র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। ঢাকায় বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে Wifi না থাকায় Rapid Pass কার্ডের মাধ্যমে ভাড়া নির্ধারণে জটিলতা দেখা দিয়েছে। আগামী ১০ জুলাই ২০১৯ সময়ের মধ্যে চক্রাকার বাসে Wifi স্থাপন নিশ্চিত করা হবে মর্মে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি সভাকে অবহিত করেন।	(৫) (ক) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। (৫) (খ) ১০ জুলাই ২০১৯ সময়ের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে Wifi স্থাপন/ব্যবহারনিশ্চিত করতে হবে এবং একটা যৌক্তিক ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।	
	গ. ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। সাব-স্ট্রাকচারের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সুপার স্ট্রাকচারের ৩য় তলায় Hoor Slab এর Shuttering এর কাজ চলমান। বেইজমেন্টের প্লাস্টার এর কাজ চলমান। ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৩০.২৬৩%। সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করা প্রয়োজন।	(১) ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (২) ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক, কন্ডাক্টরদের বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদেরকে চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও দীর্ঘদেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে।	(১) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ট্রিপ মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে; (i) বিআরটিসি বহরের বর্তমান পুরাতন সকল বাসগুলো রাস্তায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার ৬৫% ট্রিপ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। (ii) লাইন অব ক্রেডিট এর আওতায় ভারত হতে আমদানিকৃত/আমদানিতব্য সকল বাস রাস্তায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার ৭৫% ট্রিপমূল্য নির্ধারণ করা হল। উক্ত ট্রিপ মূল্যের মধ্যে টিকেটসহ অন্যান্য খরচ বাবদ ১০% নির্ধারণ করা হয়েছে।	(২) ট্রিপমূল্য অনুযায়ী বাস ভাড়া দিতে হবে।	
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এক্সেললোড সংক্রান্ত একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। একনেক কর্তৃক অনুমোনের পর সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালা/সেমিনারে আয়োজন করা হবে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রোড সেফটি বিষয়ে ৬/০২/২০১৯ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে বড় পরিসরে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।	(১) এক্সেললোড সংক্রান্ত প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালা/সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। (২) রোড সেফটির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বড় পরিসরে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	চ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কাযক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মে ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে। (২) উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে মে'১৯ মাসের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় এ বিভাগের প্রেরিত পত্রের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে।	(১) গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ডি.ও পত্রের বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৩) ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী ফলোআপ নিতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ছ. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণে আদালতের রায় যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন।	যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড)
	(জ) মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপন সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের জন্য বননী-এয়ারপোর্ট সড়ক, ঢাকা - আরিচা মহাসড়কে পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসসড়কসহ ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত অন্যান্য মহাসড়কে পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী অর্থ-বছরে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে।	ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত সকল মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(ঝ) ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ৩ মাসের অধিক অনিষ্পন্ন আবেদনপত্রের সংখ্যা ২২টি। মোট অনিষ্পন্ন আবেদনপত্রের সংখ্যা ৪০টি। এপ্রিল ২০১৯ মাসে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। চলতি অর্থ-বছরে নিষ্পন্ন আবেদনপত্রের সংখ্যা ৯৭টি। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ অরো অবহিত করেন ডিটিসিএ'র অনাপত্তির প্রেক্ষিতে রাজউক হতে ভবন নির্মাণ অনুমোদনের দেয়া হত। কিন্তু ইদানিং রাজউক ডিটিসিএ'র ছাড়পত্র ছাড়াই অনুমোদন দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে রাজউকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা অবহিত করেন ডিটিসিএ'র ছাড়াপত্র ব্যাতীত তারা অনুমোদনে এখতিয়ার রয়ছে। সচিব মহোদয় রাজউকের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করে ছাড়পত্র সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য নির্বাহী পরিচালককে পরামর্শ প্রদান করেন।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউকের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ঞ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা: অতিরিক্ত প্রকৌশলী জানান (যান্ত্রিক উইং) জানান, সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন মোট ফেরি ঘাটের সংখ্যা ৩৯টি, মোট ফেরির সংখ্যা ৬২টি, সার্ভিসিং প্রযোজ্য ফেরির সংখ্যা ৪৪টি। মে/২০১৯ মাসে ৪৪টি ফেরিঘাটের ফেরি ইঞ্জিনের সার্ভিসিং সম্পন্ন করা হয়েছে।	(১) ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি তদারকি করতে হবে। (২) মাঠ পর্যায় হতে ফেরি সার্ভিসিং সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ট) সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	(ঠ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯ টি পদের মধ্যে ৯৮টি শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ২০টি, ২য় শ্রেণির ২০টি, ৩য় শ্রেণির ৩৪টি ও ৪র্থ শ্রেণির ২২ টি শূন্যপদ রয়েছে। ৩য় শ্রেণির ১৮টি শূন্যপদ ও ৪র্থ শ্রেণির ১৩টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য পদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় অবলম্বনে পূরণ করা হচ্ছে। **সওজ অধিদপ্ত:** ৪৩৬৫টি শূন্য পদের মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী (ক্যাডার) এর ৬৩ পদ বিসিএসের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য ১ম শ্রেণির শূন্যপদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ওয়ার্কচার্জ সংস্থাপনে কর্মরত কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান থাকায় ৩৯৮৭টি শূন্য পদে বর্তমানে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে আদালতে চলমান মামলার রায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের পর অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ৩৯৮৭টি শূন্য পদের অন্তর্ভুক্ত সিকিউরিটি অফিসার ও সিকিউরিটি গার্ড পদ মামলা বহির্ভূত হওয়ায় সিকিরিউটি অফিসার এর ১টি ও সিকিউরিটি গার্ড এর ৬৪টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। **বিআরটিএ:** ৮২৩ টি পদের মধ্যে ১১৫টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৪র্থ শ্রেণীর ২০টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির ১৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ২য় শ্রেণির ১৮টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসির সুপারিশ পর্যায়ে রয়েছে। ১ম শ্রেণির ৪টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসি থেকে সুপারিশ পাওয়া গেছে। অন্যান্য পদগুলো সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২ টি পদের মধ্যে ১৩৬টি শূন্য পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরী ভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য গত ৩০/০৮/২০১৯ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০১/০৪/২০১৯ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাক ও দি ডেইলী স্টার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ডিটিসিএ'র বিদ্যমান ৭০টি এবং রাজস্ব খাতে অতিরিক্ত অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত ১৪২টি পদসহ মোট ২১২টি পদের জন্য ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চকুরী প্রবিধানমালা ২০১৮ অনুমোদনের পর নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **বিআরটিসি:** ২৯০৭টি শূন্যপদের মধ্যে ১৩তম গ্রেডের ৬০৫ জন অপারেটর (চালক) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে ১৯২ জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করতঃ ওরিয়েন্টশন কোর্সের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, গাজীপুরে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ৪১৩ জন চালক নিয়োগের লক্ষ্যে সম্প্রতি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অপরদিকে হিসাব সহকারী গ্রেড-২ পদে ২১ জন নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদগুলো বিআরটিসির আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে।	(১) শূন্যপদ পূরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৭/০৬/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব